371

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... MAR..25 1999 ...
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম ৬

শিক্ষা বোর্ডের ভুল সংশোধন কোন ধরনের আইন

অক্ষরজ্ঞান থেকে শুরু করে প্রচুর শ্রম, ত্যাগতিতিক্ষা, অর্থ ও ১০টি বছর বিসর্জন দিয়ে জীবনের প্রথম সার্টিফিকেট হলো এসএসসি সার্টিফিকেট। আর তা যদি হয় ত্রুটিপূর্ণ তবে বিড়ম্বনার নেই শেষ। দুর্ভাগ্যবশত যিনি এ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বোর্ড অফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন একমাত্র তিনিই বুঝেছেন সংশোধন কাকে বলে?

স্বাভাবিক নিয়মে সভ্য সমাজে কারো দ্বারা সংঘটিত ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত ভুল গোচরে আসার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ভুল সংশোধন করে থাকে। ভুলের জন্য ক্ষমা মার্জনা করে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম এদেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহের ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে। যদি কারো এসএসসি অথবা এইচএসসি সার্টিফিকেটে কোন ছাত্রের পিতার নাম অথবা নিজের নাম বোর্ড কর্তৃক ভুল বানানে বা অন্যবিধ কোন ভুলে লেখা হয় তবে সেক্ষেত্রে বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে বোর্ডের নির্ধারিত হারের টাকা জমা প্রদানের পর ভুল সংশোধনের জন্য বোর্ডের অনুকূলে আবেদন করতে হয়। টাকা জমা দেয়া এবং আবেদনশেষে শুরু হয় সংশোধনের প্রক্রিয়া যার মধ্যে রয়েছে হয়রানি ও ঘুষ নামক পুষ্টিকর উপাদেয় খাদ্যটি যা ছাড়া ফাইলটি নড়ে না আর সংশোধনও হয় না।

কি অপূর্ব নিয়ম! কি অদ্ভুত উপহাস! কে করলো ভুল? কে পেল শাস্তি? আর কে হলেন পুরস্কৃত?

যে বিড়ম্বিত শিক্ষার্থী দুর্ভাগ্যের শিকার হলেন তিনি দন্ডিত হলেন অর্থ ও হয়রানিতে। আর যে প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি দ্বারা ভুলটি হলো সে প্রতিষ্ঠান উপার্জন/আয় করলো অর্থ। এ শিক্ষাটি যদি কোন শিক্ষার্থী তার কর্মজীবনে প্রতিফলন ঘটান তবে কি তাকে দোষারোপ করা ন্যায়সঙ্গত হবে? আর যে ছাত্রটির সার্টিফিকেটে ভুল লেখা হলো যে ছাত্রটি প্রশ্নপত্রের জবাবে ভুল উত্তর প্রদান করে যদি পূর্ণ নম্বর দাবি করলে দাবিটি কি অগ্রাহ্য করা যাবে? হবে কি কোন অন্যায়? প্রশ্নটি আমার নয়, প্রশ্নটি বোর্ডসমূহের কর্তৃপক্ষের নিকট এদেশের ছাত্রসমাজ ও অভিভাবকদের। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণ আইনটি কি সংশোধনের অযোগ্য? বিষয়টি নিয়ে ভাবলে এদেশের বহু ছাত্র উপকৃত হবে। শংকামুক্ত হবে অনেক অভিভাবক।

এম এ রউফ ভূঁইয়া
৬০৬/২, মনিপুর,
মিরপুর, ঢাকা।